শিশুর পঠন দক্ষতা বৃদ্ধিতে পাঁচ দফা সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০১৯ ০১:০৮

মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে প্রাথমিক স্তরে পড়ার দক্ষতা ও অভ্যাস উন্নয়নে পাঁচ দফা সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'রুম টু রিড বাংলাদেশ' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ সুপারিশ করেন।

পাঁচ দফা সুপারিশ হলো- পাঠের বিষয় আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করা; পরিচিত পরিবেশের শব্দ ও বিষয় থাকা; বাহুল্য তথ্য ও বড় পরিসরের অনুচ্ছেদ বর্জন করা; যুক্তবর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ক্রমানুসারে অনুশীলন অপরিহার্য, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে যুক্তবর্ণ ও ফলার ব্যবহার যথাসম্ভব কম থাকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের পুনরাবৃত্তি হবে এবং তা শ্রেণির ক্রমানুসারে কমতে থাকবে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক এএফএম মনজুর কাদির, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মহাপরিচালক মো. শাহ আলম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এনসিটিবি সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) একেএম

advertisement

রিয়াজুল হাসান, ঢাবির শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আরিফুল হক কবির, রুম টু রিড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর রাখী সরকার, সাক্ষরতা কর্মসূচির পরিচালক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি এবং ম্যানেজার- লিটারেসি (দক্ষিণ এশিয়া) মাজহার করিম প্রমুখ।

রুম টু রিড বাংলাদেশের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, আমাদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠে শিক্ষার্থীরা বুঝে উচ্চারণ করে মিনিটে ৩৩টি শব্দের বেশি পড়তে পারে না। আন্তর্জাতিকভাবে এ ধাপে মাতৃভাষায় শব্দ বুঝে উচ্চারণ করে পড়তে পাড়ার হার মিনিটে ৪৫ থেকে ৬০টি শব্দ। ‘জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০১৫ : শ্রেণি ৩য় ও ৫ম’ থেকে দেখা যায়, শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত কৃতী অভীক্ষায় ৩য় শ্রেণির শতকরা ৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী বাংলা পঠনে কাক্সিক্ষত মান অর্জন করেনি।

advertisement